আমাদের সময়

তারিখ 4 MAY 2010
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

# ছাত্রলীগের ভর্তিবাণিজ্য

## বন্ধ করা না গেলে শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়বে

মহাজোট ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই দেশের প্রায় সব কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করেছে ছাত্রলীগ। এতে বাধা দিতে গিয়ে আক্রান্ত হচ্ছেন শিক্ষকরাও। কোনো শিক্ষক যদি তাদের অবৈধ প্রস্তাব মানতে রাজি না হন তবে তাকে জামায়াত-শিবিরের এজেন্ট আখ্যায়িত করে লাঞ্ছিত করা হচ্ছে, প্রয়োজনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে শিক্ষাঙ্গন। সরকারের নীরব ভূমিকায় চলতে থাকা ছাত্রলীগের এ ভর্তিবাণিজ্যে অসহায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রশাসন এবং চরম অনিশ্চয়তায় দেশের শিক্ষা কার্যক্রম।

অভিযোগ এসেছে, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শুধু বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের চারটি বিভাগেই ৫৫ শিক্ষার্থীকে অবৈধভাবে ভর্তি করে ৬০ লাখ টাকা কামিয়েছে ছাত্রলীগ। ভর্তি কার্যক্রম শুরুর পর থেকেই উপাচার্য ও ভর্তি কমিটির কাছে প্রতিটি বিভাগে ভর্তির জন্য 'ছাত্রলীগ কোটা' নামে একটি বিশেষ কোটা রাখার দাবি জানান নেতারা। সে কোটার ভিত্তিতেই তারা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে বাধ্য করেছে অবৈধভাবে ছাত্র ভর্তি করাতে। আর এ অবৈধ ভর্তির দায় এড়াতে প্রশাসন বলছে তারা আদিষ্ট হয়েই কাজ করেছেন। জানা যায়, অবৈধ ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরা ফিন্যান্স ও হিসাববিজ্ঞানে ভর্তি হওয়ার জন্য দেড় লাখ টাকা এবং ব্যবস্থাপনা ও মার্কেটিং বিভাগে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা করে দিয়েছে।

যদি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অনুষদেই এ পরিমাণ ভর্তিবাণিজ্য হয়ে থাকে, তাহলে বাকি অনুষদে কী পরিমাণ হয়েছে এবং দেশের বাকি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বাণিজ্য কোন পর্যায়ে গেছে তা আমরা জানি না। পুরোটুকু জানতে পারলে হয়তোবা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর এমন অধপতন দেখে শিক্ষিত সমাজের গা শিউরে উঠত।

বাস্তবতা হচ্ছে, সুদূর গ্রাম থেকে শুরু করে পুরো দেশের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রলীগ যে পরিমাণ ভর্তিবাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে, তার কিয়দংশই আমরা পত্রিকায় দেখতে পাই। এ বাণিজ্যে কত হাজার ছাত্র অবৈধভাবে ভর্তি হয়েছে এবং নেতারা কত হাজার কোটি টাকা আয় করেছেন তা অজানাই থেকে যাবে। একটি দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অধঃপতনের দৃষ্টান্ত এর চেয়ে আর কী হতে পারে।

যে দেশের ছাত্ররা জীবনের শুরুতেই দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে, তাদের পক্ষে ভবিষ্যতে দুর্নীতিমুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। এভাবে ভর্তিবাণিজ্য চলতে থাকলে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়তে খুব বেশি সময় লাগবে না। মেধাবী ছাত্ররা ভালো পরীক্ষা দিয়েও কাঙ্ক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবে না আর তুলনামূলক কম মেধাবীরা টাকার জোরে ভর্তি হবে। দেশের শিক্ষাঙ্গনে এ অরাজকতা চলতে থাকলে যোগ্য লোক যেমন বের হবে না, তেমনি শিক্ষার উন্নয়নও ঘটবে না।

ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই প্রধানমন্ত্রী ছাত্রলীগের উচ্ছৃঙ্খল আচরণে অনেকবারই অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। আমরা আর কথা শুনতে চাই না, কার্যকর ব্যবস্থা দেখতে চাই। ছাত্রলীগের ভর্তি বাণিজ্য বন্ধে প্রধানমন্ত্রী কী ব্যবস্থা নিচ্ছেন দেশের মানুষ তা দেখতে চায়। দেশের শিক্ষাঙ্গন এবং শিক্ষাব্যবস্থা রক্ষা করতে হলে অবশ্যই ছাত্রলীগকে থামাতে হবে। তাদের চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ভর্তিবাণিজ্যসহ যত ধরনের বাণিজ্য আছে তা বন্ধ করা জরুরি। আমরা আশা করব, শিক্ষার উন্নয়নপ্রত্যাশী সরকার শিক্ষাব্যবস্থাকে রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করতে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

দেশের শিক্ষাঙ্গন এবং শিক্ষাব্যবস্থা রক্ষা করতে হলে অবশ্যই ছাত্রলীগকে থামাতে হবে। তাদের চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ভর্তিবাণিজ্যসহ যত ধরনের বাণিজ্য আছে তা বন্ধ করা জরুরি। আমরা আশা করব, শিক্ষার উন্নয়নপ্রত্যাশী সরকার শিক্ষাব্যবস্থাকে রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করতে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।